বাকসূক্ত

আর্যমনীষার দীপ্র স্বাক্ষর ঋগ্বেদসংহিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অসাধারণ | এখানে যেমন দেবতা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ জীবনসম্পর্কিত বিষয় অবলম্বনে রচিত সূক্ত পাওয়া যায়, তেমনি জাগতিক সৃষ্টিরহস্যবিষয়ে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ সূক্তের অধিকাংশ পাওয়া যায় | এগুলি বেশীর ভাগ-ই প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যানধারণা সমৃদ্ধ | তবে ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের বাক-সূক্ত বা দেবীসূক্ত নামক মন্ত্রসমষ্টি দার্শনিক সূক্তের অন্তর্গত হলেও কতগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল | এখানে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রণালী বিষয়ে চিন্তা না করে ব্রহ্মবিদ ঋষি ব্রহ্মকেই জগতের আশ্রয় জেনে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন | এক অর্থে সূক্তটিকে দার্শনিক সূক্তের চূড়ান্ত নিদর্শন বলা যায় | এখানে আর জিজ্ঞাসা নেই, সত্যানুসন্ধান নেই, আছে শুধু উপলব্ধি আর সত্যের উদ্ঘোষণা | ঋগ্বেদের ঋষিগণ সাধারণভাবে বহু দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন | কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত দেবতার উপরে এক এবং অদ্বিতীয় এক বিরাট সত্তার সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে চিন্তার উদয় হয়েছিল | সকল বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে এক-ই পরম সত্তা বিরাজ করছেন, এই দার্শনিক তত্ত্বটি ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশেই ব্যক্ত হয়েছে | ঋগ্বেদের প্রথমমণ্ডলে দার্শনিক ঋষি এক-ই অখণ্ড সত্তার ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন - "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" | এই সূক্তে সেই অখণ্ড সত্তার অখণ্ড মহিমাকেই প্রকাশিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে | এখানে ব্রহ্মরূপিণী বাগ্দেবীর সর্বাত্মক সর্বান্তর্যামী শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে | গঠনকৌশলেও সূক্তটির বৈশিষ্ট্য আছে | অম্ভৃণাখ্য ঋষির কন্যা

বাক এই সূক্তের দ্রষ্ট্রী বলে উল্লিখিত | প্রকৃতপক্ষে অম্ভৃণ ঋষি বা তাঁর কন্যার ব্যাক্তিপরিচয়সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বেদে বা তত্পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় না | অম্ভৃণ শব্দটি ঋগ্বেদের 1|133|5 নং মন্ত্রে পাওয়া যায় | সায়ণাচার্য অম্ভৃণ শব্দের মহান, অতিপ্রবৃদ্ধ অর্থও করেছেন | সুতরাং বাক কোনো মানুষী অস্তিত্ব নয়, অনাদিঅন্তকাল থেকে শব্দের যে বিচিত্র লীলাতরঙ্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করে চলেছে তার-ই মহিমাকীর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে বাক মূর্ত্ত হয়ে উঠেছেন | কালক্রমে শব্দের অপরিসীম মহিমাসম্বন্ধে ঋষিদের উপলব্ধি বাক-কে ব্রহ্মের সমপর্যায়ে নিয়ে গেছে দেবসাযুজ্য ও অনুগ্রহলাভে মন্ত্রোচ্চারণের অনির্বচনীয় মহিমা থেকে জগত্সংসারের এমনকি ইন্দ্রাদিদেবগণের-ও নিয়ন্ত্রীরূপে বাক এর কল্পনা সম্ভব হয়েছে | এই ব্রহ্মস্বরূপিণী বাক এর আত্মস্তুতিরূপে আলোচ্য দেবীসূক্তটি কল্পিত | অর্থাত বাক এর মাধ্যমেই বাক এর মহিমা এখানে উন্মোচিত | বাক এখানে ব্রহ্মবিদুষী, ব্রহ্মসাক্ষাত্কারলাভ করে এবং ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করে তিনি নিজেই নিজের মহিমাকে জোরালো ভাষায় প্রকটিত করেছেন | সূক্তটি উত্তমপুরুষে রচিত এবং এই ধরণের মন্ত্ররচনাকে নিরুক্তে আধ্যাত্মিক ঋক আখ্যা দেওয়া হয়েছে | আধ্যাত্মিক সূক্তের ক্ষেত্রে ঋষি এবং দেবতা অভিন্ন হয়ে থাকেন, বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে এ বিষয়ে বলা হয়েছে - "উত্তমস্য তু বর্গস্য য ঋষিঃ সৈব দেবতা ", এখানে বাগ্দেবীর আত্মপ্রশংসা করলেও জাগতিক অনুশাসন অনুযায়ী তা নিন্দনীয় নয় কারণ বাক এখানে ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং ব্রহ্মের মহিমাকথনে কোনো রীতি-ই নিন্দনীয় নয় | শুধু গঠনকৌশলের দিক দিয়েই সূক্তটি আধ্যাত্মিক পদবাচ্য নয়, বিষয়কল্পনার দিক দিয়েও এটি আধ্যাত্মিকতার দাবী করতে পারে | এখানে বাক্শক্তির অপরিসীম ও অপ্রতিহত প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে তাঁকে

ব্রহ্মস্বরূপা বলা হয়েছে | বৈদিক মন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা চিন্তা করলে প্রকৃত অর্থেই বাগ্‌দেবীকে সমস্ত জগতের, সকল দেবগণের ও জীবসাধারণের একমাত্র আধারভূতা, নিয়ন্ত্রী বলা যায় | তিনি সকল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী, তাঁর-ই অনুগ্রহে সকল জীব ও দেবগণ অসাধারণ শক্তি অর্জন করেন এবং তিনি ব্রহ্মবিদ্বেষকারীর ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকেন | তিনি-ই সকল প্রাণীর পরিবেষ্টন করে থাকেন কিন্তু তাঁকে কেউ শাসন করতে পারে না |